যুগান্তর

তারিখ 31 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

লুটেরা ভাইস চ্যান্সেলর

দেশের একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ভিসি স্বয়ং যদি লুটপাটের ঘটনার সহিত যুক্ত হইয়া যান, তবে উহাকে কি বলা যাইতে পারে? ভাবিতে কষ্টকল্পিত হইলেও সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষেত্রে ঠিক উহাই হইয়াছে। প্রকাশ, ২০০৬ সালের ১৪ মে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ ইস্যুতে শাবির ভিসি ভবনে ভাংচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে ভিসি মুসলেহউদ্দিন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ঐদিন রাতেই তুরিৎকর্মা ভিসি দুইটি ট্রাক ও দুইটি মাইক্রোবাস লইয়া লুট করেন নিজ বাসভবন। অপসারিত ভিসি ও তাহার সহযোগীরা ১৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৮২ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও ক্রোকারিজ লুটপাটের মাধ্যমে আহরণ করিয়া রাতারাতি রওনা দেয় রাজধানীর উদ্দেশে। সেই সময়ে উক্ত ঘটনায় থানা-পুলিশসহ গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটিয়াছে। পরে ঘটনার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষাপটে ভিসির বাসভবনের মালামালের তালিকা খতাইয়া দেখিবার জন্য একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হইলেও একটিও আলোর মুখ দেখিতে পারে নাই। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ১৪ নভেম্বর শাবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে আহ্বায়ক করিয়া গঠন করা হয় ছয় সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি। ঐ কমিটি মোট ১২টি সভায় মিলিত হইয়া ভিসির বাসভবন সরেজমিন পরিদর্শনসহ লুণ্ঠিত মালামালের তালিকা সম্পন্ন করিয়াছে। দীর্ঘ ১৬ মাস তদন্ত শেষে সম্প্রতি শাবি প্রশাসন বরাবরে রিপোর্ট জমা দিয়াছে তদন্ত কমিটি। উক্ত কমিটি প্রত্যক্ষদর্শী ২১ জনের মধ্যে ১৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সাপেক্ষে মন্তব্য করিয়াছে যে, মালামাল লুটপাটের সময় ভিসিকে বিভিন্ন দফতরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছে প্রত্যক্ষভাবে। শারীরিক শিক্ষা দফতর হইতে ভিসি ভবনে প্রদত্ত ডাবি জগিং মেশিনটি পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ট্রাকে। লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে এমনকি চীনামাটির বাসন-কোসন ও তৈজসপত্র রহিয়াছে। সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তদন্ত কমিটি আরও দেখিতে পাইয়াছে যে, ভিসি মুসলেহউদ্দিন শাবিতে যোগদান করিবার সময় কোন আসবাবপত্র ও মালামাল লইয়া আসেন নাই। অতঃপর স্বীয় বাসভবন লুটপাটের ঘটনায় সরাসরি অভিযুক্ত করা হইয়াছে ভিসি ও তাহার দুই সহযোগীকে। ভিসির অন্যতম সহযোগী জনৈক জামায়াতি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মালামালের গাঁহিত টাকা পর্যন্ত গমন করেন বলিয়াও প্রমাণ মিলিয়াছে। তদন্ত কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছে যে, লুণ্ঠিত মালামালগুলি সাবেক ভিসির নিকট হইতে হয় ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা মূল্য আদায়ের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। যেই কোন মূল্যে, যেই কোন উপায়ে লুণ্ঠিত মালামাল অথবা উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ই হইবে যথাযথ পদক্ষেপ। ভাবিতে অবাক লাগে বৈকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও একজন ভিসির নিজ বাসভবন লুটপাট করিতে বাধে নাই এতটুকু। উপরন্তু উহার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও দোষ চাপাইয়াছেন আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের উপর। দেশ ও জাতি এহেন শিক্ষকদের রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি পাইতে চাহে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শান্তি-শৃংখলাসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইলে উহার কোন বিকল্প নাই।